দৈনিক সংবাদ

৭২

তারিখ JUN. 2 1999
পৃষ্ঠা ২ কলাম

JUN. 2 1999

৭টি থানায় ৪ লক্ষা... নিরক্ষরমুক্ত ঘোষিত হ...

॥ মফিজুল হক তারা ॥

গাইবান্ধা ঃ '৯৯ থেকে গাইবান্ধা জেলার ৭টি থানায় ৪ লক্ষাধিক লোক নিরক্ষরমুক্ত ঘোষিত হলো। তাই এ দিনটি সদ্য নিরক্ষরমুক্ত জনগোষ্ঠীর কাছে একটি উৎসব। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিমন্ত্রী সতীশ চন্দ্র রায় গত ২৯শে মে গাইবান্ধায় সরকারি সফরে এসে এই নিরক্ষরমুক্তের সমাপনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং খুব শিগগিরই প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক আনুষ্ঠানিক ঘোষণার কথা জানান।

নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে বর্তমান সরকার সারাদেশে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচি অর্থাৎ টিএলএম গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচির আওতায় গাইবান্ধা জেলাকে নিরক্ষরমুক্ত করার লক্ষ্যে গাইবান্ধা নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি গত ২২শে নভেম্বর '৯৮ থেকে কার্যক্রম শুরু করে। ৬ মাসব্যাপী এই কার্যক্রমের আওতায় জেলার ৭টি থানায় ৭৮টি ইউনিয়নে ১৪ হাজার ৫শ' ৮১টি শিক্ষা কেন্দ্র চালু করা হয়। এ কেন্দ্রগুলোতে ১১ থেকে ৪৫ বছর বয়সের কিশোর-কিশোরী ও নারী-পুরুষ মিলিয়ে ৪ লাখ ৩৭ হাজার ৪শ' ৩৮ জন অক্ষরজ্ঞানহীন শিক্ষার্থীর মাঝে অক্ষরজ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে 'বিকশিত গাইবান্ধা' ব্যানারে নির্ধারিত পাঠ্যক্রম হাতে নেয়া হয়। প্রতি কেন্দ্রে গড়ে ৩০ জন করে শিক্ষার্থী অক্ষরজ্ঞানার্জনের সুযোগ পায়। এরা পর্যায়ক্রমে অক্ষরজ্ঞানার্জন ছাড়াও আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছে সাধারণভাবে চিঠিপত্র লেখা, বই ও খবরের কাগজ পড়া, নিজস্ব হিসাব-নিকাশ রাখা প্রভৃতি হাতেকলমে শিক্ষা অর্জন করেছে। পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা যথাক্রমে ২ লাখ ২৩ হাজার ৫শ' ৪৮ ও ২ লাখ ১৩ হাজার ৮শ' ৯০ জন। এরা যথাক্রমে ৭ হাজার ৪শ' ৩৯ ও ৭ হাজার ৭৭টি কেন্দ্রে পড়াশুনার সুযোগ পায়। এজন্য ১৪ হাজার ৫শ' ১৬ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ৯শ' ৬৮ জন সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়। বিভিন্ন খাতে মোট ব্যয়বরাদ্দ নির্ধারিত হয় ১৩ কোটি ৪১ লাখ ৭৫ হাজার ৬শ' ১ টাকা। তার মধ্যে খরচ হয়েছে প্রায় সাড়ে ৭ কোটি টাকা। অবশিষ্ট অর্থ সাক্ষরতা-উত্তর তিন মাসব্যাপী পাঠাগারভিত্তিক শিক্ষাদান কর্মসূচি খাতে ব্যয় হওয়ার কথা।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, গত ১লা জুন '৯৮ থেকে এই কর্মসূচির পরীক্ষামূলক কাজ শুরু হয়। এ সময় ৫টি থানায় ৫৪টি ইউনিয়নে ৫৪টি পরীক্ষামূলক কেন্দ্র খোলা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ২২শে নভেম্বর '৯৮ থেকে ৬ মাসব্যাপী শিক্ষা কোর্সের সমাপনী দিবস ২৯শে মে '৯৯। এ দিনটিতে নির্ধারিত পাঠ্যক্রম সমাপ্ত হয়। ওই দিন বিকেল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষাশেষে নিরক্ষরমুক্ত বিকশিত গাইবান্ধার ঘোষণা উচ্চারিত হয়।

বিকশিত গাইবান্ধার সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী একটি কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার দৃশ্য —সংবাদ